Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা জাহান

রোলঃ 227021254

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফসানা জাহান

রোলঃ 227021254

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা জাহান, আইডিঃ 227021254 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Afsana Islam

(স্বাক্ষর)

আফসানা জাহান

আইডিঃ 227021254

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 2

গীবতের সংজ্ঞা 2

কুরআনের আলোকে গীবত 3

হাদিসের আলোকে গীবত 4

প্রথম ঘটনা 4

দ্বিতীয় ঘটনা 4

তৃতীয় ঘটনা 5

চতুর্থ ঘটনা 5

পঞ্চম ঘটনা 5

গীবত, বুহতান, এবং ইকফ সম্পর্কে আলোচনা 5

গীবত 5

বুহতান 6

ইকফ 6

গীবতের শ্রেণীবিভাগ 7

প্রথম ভাগ 7

মুসলমানের গীবত 7

যিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকের গীবত 7

হরবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত 8

দ্বিতীয় ভাগ - মৃতদের গীবত 8

তৃতীয় ভাগ 10

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত.....10
পাগলের গীবত.....11
চতুর্থ ভাগ.....11
দৈহিক কাঠামোর গীবত.....11
প্রথম ঘটনা.....11
দ্বিতীয় ঘটনা.....12
তৃতীয় ঘটনা.....12
চতুর্থ ঘটনা.....12
পঞ্চম ঘটনা.....13
ষষ্ঠ ঘটনা.....13
পোশাক পরিচ্ছদের গীবত.....14
উপদেশ বাণী.....14
বংশের গীবত.....14
অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত.....15
প্রথম ঘটনা.....15
দ্বিতীয় ঘটনা.....16
তৃতীয় ঘটনা.....16
চতুর্থ ঘটনা.....17
পঞ্চম ঘটনা.....17
উপদেশ বাণী.....17
এবাদতে গীবত.....18
প্রথম ঘটনা.....18
দ্বিতীয় ঘটনা.....19

গোনাহের গীবত 19
প্রথম ঘটনা 19
দ্বিতীয় ঘটনা 20
তৃতীয় ঘটনা 20
সূক্ষ্মতত্ত্ব 20
পঞ্চম ভাগ 21
সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত 21
ইঙ্গিতে গীবত 21
উপহাসমূলক গীবত 22
ষষ্ঠ ভাগ: 23
মুখে গীবত 23
প্রথম ঘটনা 23
দ্বিতীয় ঘটনা 23
কানের গীবত 24
অন্তরের গীবত 25
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত 26
প্রথম ঘটনা 26
দ্বিতীয় ঘটনা 26
কলম দ্বারা গীবত 27
গীবত ও চোগলখোরী পার্থক্য 27
ব্যতিক্রম - যে সমস্ত কারণে গীবত করা বৈধ হয় 29
গীবত চর্চা মূল কারণ 31
ক্রোধ/ হিংসা 32

অন্যের দেখাদেখি গীবত.....32
ধারণা করা থেকে গীবত.....33
নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য গীবত.....34
অহংকারের কারণে গীবত:.....34
হাসি তামাসার ছলে গীবত.....35
মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণে গীবত.....36
গীবতের পরিণাম.....37
গীবত থেকে রক্ষার উপায়.....39
জবানের নিয়ন্ত্রন.....39
রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা.....41
হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা.....41
অহংকার থেকে বিরত থাকা.....42
কথা কম বলা ও চিন্তা-গবেষণা বেশি করা.....42
কুরআনের সাথে সময় ব্যয় করা.....42
যাচাই বাছাই করে কথা বলা.....43
গীবত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা.....43
আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকা.....43
অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা.....43
তাকওয়া.....44
সৎ সঙ্গী গ্রহণ.....44
মরণের স্মরণ.....45
পরকালের পাথেয় সংগ্রহ.....45
সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ.....45

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত.....46
সাহাবায়ে কেরামের রীতি.....47
গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম.....48
গীবতের কাফফারা.....48
উপসংহার.....51
সহায়ক গ্রন্থ.....53

ভূমিকা

গীবত অত্যন্ত জঘন্য একটি পাপ।গীবত এতটা খারাপ কাজ যে,পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান রব গীবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।আর হাদীসে গীবতকে ব্যভিচারের চেয়ে ও খারাপ অপরাধ বলা হয়েছে।
হাশরের ময়দানে বান্দাকে যখন উপস্থিত করা হবে এবং তার হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে, সে দেখবে সেখানে তার নামাজ, রোজা কিছুই লেখা নেই। কোনো নেক কাজই আমলনামায় দেখতে পাবে না।
সে তখন বলবে, "ইয়া আল্লাহ! এটা তো মনে হয় অন্য কারও আমলনামা! আমার তো ভালো আমল ছিল, এখানে সেগুলোর উল্লেখ নেই।"
ফেরেশতারা জবাব দেবে, "তোমার রব ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। বরং তোমার আমলগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, তুমি মানুষের গীবত করতে।"
– প্রখ্যাত তাবেয়ী সাইদ ইবনু যুবাইর (রহ.)
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো যথাযথ ইসলামিক ধারণা না থাকার কারনে আজকাল গীবতকে আমরা নিত্যজীবনের অপরিহার্য অংশ বানিয়ে ফেলেছি।ভাবছি অন্যজনের গীবত করতে পারলে তার অনেক ক্ষতি করতে পারলাম। আসলে অজ্ঞতার কারণে বুঝছি না যে, গীবত করে আমি নিজেই আমার ভালো আমলগুলো তাকে হাদিয়া দিয়ে, তার খারাপ আমল নিয়ে হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহর দরবারে হাজির হবো। কাজেই গীবতের মত এত জঘন্য পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার জন্য আমাদের দরকার যথাযথ ইসলামের ধারণা।
এই গ্রন্থে গীবতের সংজ্ঞা, গীবতের শ্রেণীবিভাগ, এবং গীবত চর্চা মূল কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গীবতের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। গীবত থেকে রক্ষার উপায়, গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত এবং গীবতের কাফফারা সম্পর্কিত তথ্যাবলীও এই গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

গীবতের সংজ্ঞা

গীবত আরবী শব্দ। কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষত্রুটি বর্ণনা করা, যা সেই ব্যক্তি শুনলে মনে কষ্ট পাবে, শরিয়তের পরিভাষায় তাকেই গীবত নামে অভিহিত করা হয়। কারো অনুপস্থিতিতে সেই ব্যক্তির কোনো দোষত্রুটি আলোচনা করা তা মুখের

কথার মাধ্যমে হলে ও যেমন গীবত, তেমনি ইশারা ইঙ্গিত বা লিখনীর মাধ্যমে কিংবা অন্য যেকোন উপায়ই হোক না কেনো তা গীবত বলে অভিহিত হবে। এক্ষেত্রে যার গীবত করা হচ্ছে সে মুসলিমই হোক বা অমুসলিমই হোক। মোটকথা, মুসলিম, অমুসলিম কোন ব্যক্তিরই গীবত করা যাবে না।

কুরআনের আলোকে গীবত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيم.ٌ

অর্থ : হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা অনেক ধারণা পোষণ থেকে বিরত থেকো, কেননা কোনো কোনো ধারণা পাপ হয়ে থাকে। তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় খোঁজাখুঁজি করো না। আর একে অন্যের গীবত করো না, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা নিজেরাইতো তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকো। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ খুব বেশী তাওবা কবুলকারী এবং দয়াবান। (সূরা হুজুরাত : ১২)

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِم.َ

অর্থ : আল্লাহ মন কথা প্রকাশ করা ভালবাসেন না, তবে কারো উপর যুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। (সূরা নিসা: ১৪৮)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا.

অর্থ: তুমি এমন কোনো বিষয়ের পেছনে পড় না যার জ্ঞান তোমার নেই। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় এ সবের প্রতিটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৩৬)

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

অর্থ: যে পশ্চাতে খুব দুর্নাম রটনাকারী, যে চোখলখুরী করে বেড়ায়। (সূরা কালাম: ১১)

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَة.ٍ

অর্থ : প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য দুর্ভোগ, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দা করে। (সূরা হুমাযা: ১)

হাদিসের আলোকে গীবত

প্রথম ঘটনা

কোন প্রয়োজনে একটি বেঁটে স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা (রা) তার দৈহিক কাঠামো বেঁটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেন। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হে আয়েশা! তুমি ঐ স্ত্রীলোটির গীবত করলে। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি, অবশ্য আমি তার বেঁটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আয়েশা! যদিও তুমি সত্য কথা বলেছ কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল।
(ফকীহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে? সাহাবীরা জবাব দিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভাল জানেন। হুযুর (সা.) বললেন, গীবত হলো, তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের বর্ণনা (তার অসাক্ষাতে) এমনভাবে করবে যে, সে তা শুনলে অসন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুযূর (সা.)-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহ নবী! আমি যা কিছু বলব, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সেক্ষেত্রেও কি তা গীবত হবে? রাসূল (সা.) জবাব দিলেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেটা হবে গীবত। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে হবে বুহতান। (মুসলিম)
উল্লিখিত ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম اخاك। তোমার ভাই বলে ইঙ্গিত করেছেন, তোমরা যার গীবত করবে, যদিও সে তোমার সাথে কোন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে তোমার ভাই। এর তিনটি কারণ- প্রথমতঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন পিতা হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয়তঃ তোমার এবং তার ঊর্ধ্বতন মাতা হযরত হাওয়া (আঃ); তৃতীয়তঃ তুমি এবং সে- মুসলমান। আর মুসলমান পরস্পরে ভাই। অতএব, প্রত্যেকেরই আপন ভাইয়ের গীবত হতে যথাশক্তি বেঁচে থাকা, দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় ঘটনা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গীবত হলো ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কি করে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক? হুযুর (সা.) বললেন, কোনো ব্যক্তি যেনা করার পর যখন তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে সে যদি মাফ না করে আল্লাহ মাফ করবেন না। (বায়হাকী)

চতুর্থ ঘটনা

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, গীবতের কাফফারা হলো এই যে, তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি দোয়া এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং তার গোনাহ মাফ কর। (বায়হাকী)

পঞ্চম ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আল্লাহর নবী (সা.) দু'টি কবরের কাছ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এই কবরদ্বয়ের লোক দু'টি আযাবে লিপ্ত আছে। তবে তাদের এ আযাব এমন কোনো কাজের জন্যে নয়, (যা পরিত্যাগ করা তাদের জন্যে সম্ভব ছিল না) তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন চোগলখুরী করে বেড়াত এবং অন্যজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হত না। (বুখারী)

গীবত, বুহতান, এবং ইকফ সম্পর্কে আলোচনা

গীবত

ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান দোষ ত্রুটির সমালোচনা করাকে গীবত বলে।

বুহতান

কোনো ব্যক্তির এমন দোষত্রুটি আলোচনা করা যা তার মধ্যে আসলেই নেই, তাকে আরবীতে বুহতান বলে যাকে বাংলায় বলে অপবাদ।

ইকফ

ইকফ অর্থ চরম মিথ্যা। কোন বিষয় শুনে কোনরূপ যাচাই বাছাই না করে বরং সঙ্গে সঙ্গে তা সবার কাছে বলে বেড়ানো। অর্থাৎ, মিথ্যা অপবাদ বা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রচার ও প্রসার করা।

মিথ্যা অপবাদের কারণে উম্মুল মুমিনীন জননী আয়েশা (রা:) এবং রাসূল ও উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কি চরম পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এরূপ গুঞ্জনের কারণে মদীনার আকাশ-বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। বাণী মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূল-এর স্ত্রীদের মধ্য হতে সাথে ছিলেন মা আয়েশা (রা:)। পথিমধ্যে তাঁর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল মা আয়েশা (রা:)-এর প্রতি যেনার যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল সে কারণে রাসূল ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। এমনকি মধুর সম্পর্ক আস্তে আস্তে কমিয়ে দিতে থাকেন। অথচ মা আয়েশা (রা:) তখনও এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পরে যখন তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদের কথা উম্মে মিসতাহ্ নিকট হতে অবহিত হলেন, তখন তিনিও পাগল প্রায় হয়ে পড়লেন। বাঘের গলায় হাড় বিধলে যেমন অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে, তিনিও তেমনিভাবে নিজেকে পূত-পবিত্র প্রমাণিত করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। অশ্রু জলে পবিত্র বুক ভিজতে থাকে এবং দুঃখে ও শোকে একাধিক রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে থাকেন। একদা রাসূল(সাঃ)তাঁর নিকট এসে বলেন, হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে এরূপ শুনছি। অতএব তুমি যদি এ বিষয়ে সত্যই নির্দোষ হয়ে থাকো তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি অপরাধী হয়েই থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা আল্লাহই একমাত্র তাওবা কবুলকারী। একথা শুনে মা আয়েশা (রা:) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি অল্প বয়সী মেয়ে, কুরআন মাজীদও বেশী পড়তে পারি না। আল্লাহর কসম! আমি জানতে পারলাম যে, আপনারা এ বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছেন যা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। অতএব

আমি যদি বলি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদেরকে বলি যে, যা শুনছেন তা সত্য, তাহলে মহান আল্লাহ্ জানেন আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতঃপর একমাস পর মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতার সমর্থনে সূরা নূর এ দশটি আয়াত নাযিল করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।' ফলে মদীনার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে উঠল এবং সেই মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচিত হল। এই অপবাদের ঘটনা সহীহ্ আল-বুখারীসহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

উক্ত অপবাদের কারণে মিসতাহ্ বিন আছাছাহ্, হাসান বিন ছাবেত ও হামনাহ্ বিনতে জাহাশকে দণ্ডায়িত করা হয়েছিল, প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। যদিও এই মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর মূল হোতা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল, তবুও তার উপর দণ্ডারোপ করা হয়নি।কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, দুনিয়াতে শাস্তির বিধান কায়েম করলে হয়ত পরকালীন শাস্তি হালকা হয়ে আসতে পারে। আর মহান আল্লাহ তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

গীবতের শ্রেণীবিভাগ

গীবতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাকে ছয় ভাগে করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

গীবতের প্রথম ভাগ তিন প্রকার।

মুসলমানের গীবত

কোন মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম।

যিম্মী (অমুসলিম) নাগরিকের গীবত

যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান

ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই সম্মানার্হ হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম, অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম। দোররে মোখতারসহ অন্যান্য ফেকাহ গ্রন্থে এ মাসআলা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

হরবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত

ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান মতে, যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ নয়, তাদের গীবত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় ভাগ - মৃতদের গীবত

জীবিতদের যেমন গীবত হারাম, অনুরূপ মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক। জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবত থেকেও বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর তাকিদ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

مَاتَ أَحَدُكُمْ فَدَعَوهُ وَلَا تَقَعُوا فِيهِ

“তাকে ছেড়ে দাও। তার গীবত করো না। তোমাদের কেউ মারা গেলে।” (আবু দাউদ-কিতাবুল বিররে ওয়াসসেলাহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

تَسُبُّوا الْمَوْتَى فَإِنَّهُمْ أَفْضُوا مَا قَدَّمُوا

মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা, তারা নিজেদের আমলের প্রতিদানপ্রাপ্তির স্থানে পৌঁছে গেছে। (কিতাবুত তারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ (সা:) এরশাদ করেন,

اذْكُرُوا مَحَاسِنُ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ

তোমরা মৃতদের সৎগুণসমূহ আলোচনা কর, তাদের মন্দ আলোচনা থেকে বিরত থাক। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সা:)এরশাদ করেন-

لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْتَمُوا وَ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيهِ

তোমরা নিজেদের মৃতদের সদগুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গোনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। (এহইয়াউল উলুম)

মৃতদের দোষচর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীরা অসন্তুষ্ট হয়। এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা "তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাব" পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষচর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না। তিনি বলেন: হে ব্যক্তি! এই সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই? মহানবী (সা:) বলেন:

لا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَأْتَمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيْهِ.

"তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতী হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা দোযখী হলে এটাই (দোযখের শাস্তি) তাদের জন্য যথেষ্ট" (ইয়া উলূমিদ-দীন)।

এজন্য হাজ্জাজ ও ইয়াযীদের কুৎসা বর্ণনা করা অনুচিৎ।

অবশ্য আল্লামা তাফতাযানী (র) ইয়াযীদ ও তার সহযোগীদের বেপরোয়াভাবে অভিসম্পাত করতেন। 'মাতালিবুল মুমিনীন" গ্রন্থে ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কেও অনুরূপ উল্লেখিত আছে। তবে নীরবতা অবলম্বনই উত্তম।

আমরা ভালোমত লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবো,মৃতদের দ্বারা জীবিতরা ও উপকৃত হতে পারে। যেমন:তাদের কথা স্মরণ করলে এবং তাদের কবরের নিকট গেলে আখেরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে এবং পার্থিব জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া। অর্থাৎ

মৃতরা যেমন নির্বাক হয়ে আছে, জীবিতদেরও তেমনি তাদের দোষ চর্চার ক্ষেত্রে নির্বাক হতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হযরত আলী (রা)-র নিকট লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি প্রায়ই কবরস্থানে যান কেন? তিনি বলেন, কবরবাসীরা আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এভাবে আমাদের উপকার করে। তারা আমাদের দুর্নাম করে না। তাই আমি তাদের সাথে সম্পর্ক রাখি এবং প্রায়ই কবরস্থানে যাই (ইহয়া উলুমিদ-দীন)।
হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বেশী বেশী কবরের কাছে বসতেন এবং কবরস্তানে গমন করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এমন লোকদের নিকট বসি যারা আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে আসলে তারা আমার গীবত করে না, কিন্তু জীবিতরা এর বিপরীত। -(এহইয়াউল উলূম: কিতাবুল আমওয়াত)

তৃতীয় ভাগ

তৃতীয় ভাগের গীবতও দুই প্রকার।

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রঃ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) থেকে ব্যাখ্যা করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম।

পাগলের গীবত

যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, কিন্তু কারো গীবত থেকে নিজের জবানকে বিরত রাখাই উত্তম।

চতুর্থ ভাগ

এ ভাগের গীবতসমূহ ছয় প্রকার।

দৈহিক কাঠামোর গীবত

কোন ব্যক্তিকে খাটো বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করে গীবত করা হারাম। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই স্কুলদেহী বা বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ খুবই ছোট অথবা খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখে না, তাহার হাত কাটা। এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করা তাকে অপমান করার জন্য গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেন, মৃতের গোশত হারাম করেছেন, তেমনি কোন মোমেনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গীবতও হারাম করেছেন। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদা আল্লামা ইবনে সিরীন (রঃ) এক লোকের দোষ বর্ণনায় বলেন, সে কালো। অতঃপর বললেন, আমি মনে করি আমি তার গীবত করেছি। সুতরাং এ গোনাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সাফিয়ার বেঁটে হওয়া কি আপনার পছন্দনীয়। এতে তিনি এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি এমন এক কথা বললে, যা সমুদ্রের পানিতে মিলালে তা পানি বিনষ্ট করে দেবে। -(আবু দাউদ- বাবুল গীবত)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) খর্বাকৃতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ হাসাহাসি কৃরতে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন –

يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَم عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَا من يتكن خَيْرًا مِنْهُن ى آن –

হে মোমেনগণ! কোন পুরুষ কোন পুরুষকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম।

চতুর্থ ঘটনা

হযরত নূহ (আঃ) চার চক্ষু বিশিষ্ট একটি কুকুর দেখতে পান এবং চার চোখ বিশিষ্ট হওয়াকে সেটির বিশ্রী হওয়া ভেবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন। আল্লাহর হুকুমে কুকুরটি বলে উঠে, ওহে নূহ! আপনি আমাকে তুচ্ছ ভাবছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাকে এরূপ বানিয়েছেন। যদি আমার বানানোটা আমার এখতিয়ারেই থাকত, তা হলে আমি কুকুরই বা হব কেন? কুকুরটির কথা শুনে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্তরে ভীষণ ভয় সঞ্চারিত হয়। তিনি খুব বেশী কান্নাকাটি এবং বিলাপ করেন। এ ঘটনা থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় নূহ- অত্যধিক কান্নাকাটি এবং বিলাপকারী। -(হাকায়েক গ্রন্থ হতে নুযহাতুল মাজালেস-আদব অধ্যায়)

পঞ্চম ঘটনা

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সঙ্গী সাথীদের সাথে পথ চলছিলেন। চলার পথে তাঁরা দুর্গন্ধময় একটি মরা কুকুর দেখতে পান। এ মরা কুকুরের গন্ধ তাঁর সঙ্গী সাথীদের খুবই অপছন্দ হয়। তখন হযরত ঈসা (আ) বললেন, কুকুরটির দাঁতের শুভ্রতা কেমন ভাল লাগছে, যেন অন্ধকারে ভোরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কথা বলে তিনি সঙ্গীদের ইঙ্গিত করেছেন, তোমাদের উপর তাজ্জব হলাম। তোমরা কুকুরটির দোষ তো দেখতে পেলে, কিন্তু সেটির সুন্দর দিকটা দেখলে না !

ষষ্ঠ ঘটনা

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) একদিন দাওয়াতে কারো গৃহে গমন করেন। দস্তরখানে বসে উপস্থিত লোকজন এক ব্যক্তির নাম করে বলল, অমুক আসেনি। উপস্থিতদের একজন বলল, সে মোটা তাই আসতে দেরী হচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) না খেয়েই উঠে চলে যান। নিজেকে নিজে বললেন, তোমার কারণে গীবত শুনতে হল। কেননা, তুমি ক্ষুধার্ত না হলে দাওয়াতে গমন এবং গীবত শুনতে হত না। এর পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে। প্রবৃত্তিকে যথেষ্ট কষ্ট দেন।

উপরে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে, এক ব্যক্তির ভারী দেহের কথা আলোচিত হওয়ায় তিনি দস্তরখান ছেড়ে চলে আসেন। এর কারণ, যে মজলিসে কারো গীবত হয়, সেখানে অবস্থান করা বা সে মজলিসে বসে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন- কোথাও নাচের আসর চললে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। (তাতারখানিয়া হতে রদ্দুল মোহতার)

কোথাও দাওয়াতে যাওয়ার পূর্বে যদি জানা যায় যে, সেখানে গীবতচর্চা হবে তবে সেখানে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে তথায় গেলে গীবতচর্চা বন্ধ হবে তাহলে অবশ্যই তার সেখানে যাওয়া উচিত। কেউ কোন মজলিসে গিয়ে গীবতচর্চা হতে দেখলে লোকদের তা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা তার কর্তব্য। এতে কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে মজলিস ত্যাগ করবে, তাও সম্ভব না হলে নিজে গীবতচর্চায় অংশগ্রহণ করবে না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, কারো দেহের কোন ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম। প্রতিটি দৈহিক কাঠামো আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহর সৃষ্টির সবকিছুই সুন্দর, শুধু আমাদের মানুষিক দৃষ্টিভঙ্গিটা সুন্দর করার প্রয়োজন।

পোশাক পরিচ্ছদের গীবত

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন- এরূপ বলা, অমুক অত্যন্ত কৃপণ, 'কৃপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন- রেশমী কাপড় অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে ঝুলে থাকে, অমুক মেয়েলোক এভাবে ওরনা পড়ে থাকে যে, তার সতর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে পরিধান করে যে, দৃষ্টিকটু লাগে,অথবা অমুক মেয়েলোক এমনভাবে চলে যে, মানুষ তার সতর দেখতে পায়- এসবই গীবত। নিম্নে পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হল।
একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা।এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ 'করেন, আয়েশা! তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, থুথু ফেললে আমার মুখ থেকে 'গোশতের একটি টুকরা বের হয়। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

উপদেশ বাণী

পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলেন, 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে তুমি যদি বলো, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় বস্ত্র খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত হবে" (ফকীহ আবুল লাইসের গ্রন্থের গীবত অনুচ্ছেদ)।

বংশের গীবত

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ, অমুক গোত্র বা অমুক শহরের বাসিন্দাদের বংশ ভালো নয়। কারণ তাদের পূর্বপুরুষরা ছিল নীচ ও

ইতর অথবা তাদের বংশতালিকা অজ্ঞাত, তবে এটাও গীবত হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

. لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالدِّينِ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ

"দীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" (আবদুর রহমান আশ-শারানী, কাশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ, বাব তাহরীম ইহতিকারিন নাস)।

অতএব নিজেকে ভালো বলে জাহির করা এবং অপরের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা বৈধ নয়।

অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা- সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অত্যন্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের পরামর্শে চলে, সে স্ত্রীর কথামত চলে, অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা ও গীবত।

কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে 'গীবত, এর সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

আরবে রীতি ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত। একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন- লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযা সাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা দুই জন তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কি খেলাম? তিনি এরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তা'আলার 'দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়।
(তাফসীরে দোররে মনসূর- জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

দ্বিতীয় ঘটনা

কোন কোন সাহাবী জনৈক লোক সম্পর্কে বললেন, সে অত্যন্ত দুর্বল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ এবং তার গোশত ভক্ষণ করেছ।

তৃতীয় ঘটনা

একবার কোন কোন সাহাবী এক লোকের আলোচনায় বললেন, সে এক আজব মানুষ, কেউ তাকে খাওয়াল তো. খেল, কেউ বাহনে আরোহণ করাল তো আরোহণ করল, কিন্তু নিজে কোন প্রকারে উপার্জন করতে পারে না। এ আলোচনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচক
সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রকৃত দোষ প্রকাশ করাও কি গীবত? তিনি এরশাদ করলেন, গীবত হওয়ার জন্য কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনাই যথেষ্ট। -(আততারগীব ওয়াততারহীব)

চতুর্থ ঘটনা

এক সফরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে কিছু গোশত চেয়ে পাঠান। জবাবে তিনি বলে পাঠালেন, তোমরা কি পরিতৃপ্ত হয়ে মুসলমান ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করনি? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো তাকে কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, সে দুর্বল, আমাদের সেবা পরিচর্যা করতে পারে না। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এও বলবে না। কারো ন্যূনতম মন্দ বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করবে না।

এ ঘটনা ইমাম তিরমিযী (রঃ) নাওয়াদেরুল উসূল গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাফসীরে দোররে মনসূরে উদ্ধৃত করেছেন।

পঞ্চম ঘটনা

একদিন হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। দুই ব্যক্তি তাঁর গীবত করে- তাঁর খাওয়া শোয়ার অবস্থা বর্ণনা করে।

وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا

"তোমরা একে অন্যের গীবত করো না।"

এ আয়াত থেকে গীবত হারাম হওয়া প্রমাণিত হয়।

(ইবনে জোরায়জের সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

উপদেশ বাণী

ইমাম গাযযালী (রহ) কোন এক ওয়াজের মজলিসে বলেছিলেন: চারটি বস্তু থেকে বেঁচে থাকতে পারলে চারটি মুসিবত থেকে মুক্ত থাকা যায়। যথা:

- হিংসা থেকে বিরত থাকতে পারলে, আত্মপীড়ন থেকে মুক্ত থাকা যায়।
- কুসংসর্গ থেকে বিরত থাকতে পারলে, লোক নিন্দা থেকে বাঁচা যায়।
- গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারলে জাহান্নাম থেকে মুক্ত থাকা যায়। এবং
- ধন-সম্পদ সঞ্চয় থেকে বিরত থাকতে পারলে দরিদ্র জনগণের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

এবাদতে গীবত

অমুক ভালভাবে নামায আদায় করে না, তাহাজ্জুদ পড়ে না, নফল নামায পড়ে না, রোযা আদায়ে ত্রুটি করে। অথবা মাকরূহ ওয়াক্তে নামায আদায় করে- এসব বলা এবাদত সম্পর্কিত গীবত। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এক লোক আরেক লোক সম্পর্কে বলল, আমি আল্লাহর উদ্দেশে
অমুকের সাথে শত্রুতা রাখি। যাঁর সম্পর্কে এরূপ বলা হল, তিনি জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক আমার গীবত করেছে এবং আমার সাথে শত্রুতা পোষণের কথা বলেছে।আপনি তাঁকে ডাকিয়ে আমার ইনসাফ করুন। রাহমাতুল লিলআলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন অমুকের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর? তিনি বলতে শুরু করলেন- আমি তার প্রতিবেশী। সে পাঁচ ওয়াক্ত ব্যতীত কোন নামাযই পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত কোন নফল রোযা রাখে না। ফরয যাকাত ব্যতীত কখনো সদকা দেয় না। এসব কারণে আমি তার সাথে শত্রুতা পোষণ করি। যাঁর গীবত করা হয়েছে-তিনি উল্লিখিত অভিযোগসমূহ শুনে বলতে লাগলেন,ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে জিজ্ঞেস করুন, আমি কি কোন ফরয আদায়ে ত্রুটি করি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, সে ফরযসমূহ আদায়ে কোন প্রকার ত্রুটি করে না, যেহেতু সে নফল এবাদত করে না, তাই আমার অন্তর তার প্রতি খাপ্পা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাহিনী শুনে শত্রুতা পোষণকারী এবং গীবতকারীকে বললেন, উঠ! তুমি যার সাথে শত্রুতা পোষণ করছ এবং গীবত করছ, সম্ভবতঃ পরিণামে সে তোমার থেকে উত্তম। অতএব, তার গীবত করা এবং তার সাথে শত্রুতা পোষণ তোমার জন্য অসমীচীন। (এহইয়াউল উলূম: আসবাবুল গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত শেখ সাদী (রঃ) এমন কতিপয় লোকের গীবত করেন যারা তাহাজ্জুদের সময় ঘুমিয়ে ছিলেন। বললেন, কতই না ভাল হত, যদি এরা জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়ত। একথা শুনে তাঁর আব্বা বললেন, কতই না ভাল হত যদি, তুমি ঘুমিয়ে যেতে এবং এ গীবত থেকে বেঁচে থাকতে।

গোনাহের গীবত

অমুকে যেনা করেছে, গীবত করেছে, অথবা সে অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, অন্তরে সীমাহীন শত্রুতা রাখে, অথবা সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত, অমুক মা- বাবাকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে, অথবা অমুক ব্যক্তি কটুভাষী, অশ্লীলভাষী, অমুক সর্বদা মদ পান করে, অধিকাংশ সময়েই চুরি করে- কারো সম্পর্কে এরূপ বলাও গীবত। এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কাল হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তওয়াফ কর, তা হলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অত্যন্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত। পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর-জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর

দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার গোনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী পাথরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়ার্দ্র এবং পাথরের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি আদম আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুভ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়।

-(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস: আইয়ামু লবীয অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন সর্বদা এবাদত করত আর অন্যজন সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকত। এতে এবাদতকারী সব সময় গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খাপ্পা হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। -(আবু দাউদ-অধ্যায়: আলবিররে ওয়াসসেলাহ)

তৃতীয় ঘটনা

হযরত শেখ সাদী (রঃ) একদিন ওস্তাদের নিকট নিবেদন করলেন, সমবয়সী অমুক আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করে। ওস্তাদ বললেন, সাদী! তোমার নিকট ঈর্ষা পোষণ হারাম এবং গীবত হালাল! তুমি আমার নিকট তার গীবত করছ এবং তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণের অভিযোগ করছ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত কেউই মাসুম-নিষ্পাপ নন। অর্থাৎ, আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যদের নিষ্পাপ হওয়ার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন। প্রত্যেকের মাঝেই একটা

না একটা দোষ রয়েছে। তাই আমাদের সবার উচিত গীবত থেকে নিজেকে সংযত রাখা।

পঞ্চম ভাগ

এ ভাগের গীবত তিন প্রকার-

সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত

প্রথমতঃ কারো নাম করে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা, তার গীবত করা; দ্বিতীয়তঃ কারো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা। যেমন- কেউ খোঁড়া হলে হাঁটতে তার অনুকরণ করা, অন্ধের পিছনে চোখ বন্ধ করে চলা, কেউ বোবা বা তোতলা হলে তার অনুকরণ করা, কেউ অহংকারবশতঃ সিনা টান করে চললে তার অনুকরণে সিনা টান করে চলা, কেউ কথা বলতে ঘাড় বা হাত হেলাতে অভ্যস্ত হলে নিজেও তার মত করা, এ সবই অনুকরণজনিত গীবত। অনুকরণজনিত গীবত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَا أَحَبُّ إِنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

'আমি কারো অনুকরণ পছন্দ করি না, যদিও আমার অনেক কিছু লাভ হয়। (তিরমিযী হতে মেশকাত)

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক মেয়ে লোকের অনুকরণ করলে

রসূল (সা:) এরশাদ করেন

مَا يَسْرِي .إِنِّتِي حَكَيْتُ وَلِى كَذَا وَكَذَا

অনেক কিছু লাভ হলেও কারো অনুকরণ আমার নিকট ভাল মনে হয় না। -(এহইয়াউল উলুম-গীবত অধ্যায়)

ইঙ্গিতে গীবত

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা হল না বটে, কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার

নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা- কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা- এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে, কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা-- কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাবেদারী আর মা-বাপের অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে বলা- কিছু লোক এমন কালো যেন দেয়াল, আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা- কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা বলা- কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা- এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা- কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ। সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

উপহাসমূলক গীবত

প্রকাশ্যতঃ নির্দিষ্ট কারো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ বুঝে যায়- অমুকের কথা বলা হচ্ছে; এও গীবত। যেমন- কারো আলোচনা আসলে বলা- আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গোনাহগার। অথবা বলা- আমি যেনাকার নই। উদ্দেশ্য, মানুষ, আলোচিত ব্যক্তিকে যেনাকার বলে বুঝে নিক। অথবা বলা- অহংকার খুবই খারাপ; উদ্দেশ্য, মানুষ বুঝুক আলোচিত ব্যক্তি অহংকারী। অথবা বলা দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ, যাতে মানুষ বুঝে নেয়, অমুক লোক দাড়ি কাটে। অথবা বলা- ফজরের নামায জামাআত ছাড়া আদায় করা

গোনাহ, উদ্দেশ্য একথা বুঝানো, আলোচিত ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে না। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।

ষষ্ঠ ভাগ:

এ ভাগের গীবত পাঁচ প্রকার।

মুখে গীবত

তারমধ্যে একপ্রকার হচ্ছে মুখে গীবত করা। মুখে গীবত সম্পর্কে, কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ। -(তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

কানের গীবত

কারো গীবত শুনে চুপ থাকা এবং তা প্রতিরোধ না করা কানের গীবত। কেননা, গীবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করা যেন নিজেই গীবত করা। এই সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা' আলা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়িদা-২]

"যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়,যদি শয়তান আপনাকে ভূলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না।" [সূরা আল আনআম-৬৮]

"আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।" [সূরা নিসা-১৪০]

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-

ترا آنکه چشم و دین داد و گوش - اگر عاقلی در خلافش مکوش –

যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন -

"যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী।এবং গীবত করা একই রকম।"

রাসূল সাঃ আরো ইরশাদ করেছেন, "যদি তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে, তখন সে তা হাত দিয়ে বাঁধা দিবে, যদি সে এতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুখ দিয়ে

বাঁধা দিবে, আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে মন ঘৃণা করবে, আর এটা দুর্বল ঈমানের আলামত।" [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯]

কাজেই কানের গীবত ও মারাত্মক গুনাহের অন্তর্গত। আমাদের সর্বদা কানের গীবত থেকে ও নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

অন্তরের গীবত

কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে, বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ অন্তরের গীবত।

মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা ও হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন।

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মাজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ .

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

হাত, নাক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে দেয়া, যেমন- কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা, ঠোঁট বাঁকা করা, উদ্দেশ্য মজলিসত্যাগী লোকটি যে ভাল নয় তা মানুষকে বুঝানো, অথবা কারো প্রশংসার মাঝখানে ঘাড় হেলানো, ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।
এ সম্পর্কে নিম্নে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

জনৈকা রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধানে আগমন করে। আগন্তুক ছিল খর্বাকৃতির। সে চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তুচ্ছার্থ তার দিকে হাতে ইশারা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। -(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মেরাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, আগুনের কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের মুখ কাটা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?
তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা পার্থিব জগতে যেনায় লিপ্ত হবার জন্য সাজসজ্জা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একদল লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তাদের কাছ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা! তিনি বললেন, এরা সেসব মেয়েলোক, দুনিয়ার জীবনে যারা যেনার উদ্দেশে সাজসজ্জা করত। অতঃপর আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক ঝুলে রয়েছে। তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, এরা সেইসব লোক

যারা দুনিয়াতে হাত ও নাক দ্বারা ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দিত। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, " মুসলমান ভাইকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তার প্রতি ইঙ্গিত করা কোন মুসলমানের জন্য হালাল নয়।"

কলম দ্বারা গীবত

কারো দোষত্রুটি, নিন্দাবাদ চিঠিপত্রে লেখা, দোষ বর্ণনা ইত্যাদি সবই কলমের গীবত।

গীবত ও চোগলখোরী পার্থক্য

চোগলখোরী বলা হয় একের কথা অপরকে বলে উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করা ও ঝগড়া ফাসাদ লাগিয়ে দেয়া। গীবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখোরী তাকে ব্যাখ্যা করে নতুন দিকে ছড়িয়ে দেয়, ইসলামের দৃষ্টিতে এটা মারাত্মক অপরাধ। কেননা ইসলাম যে ধরনের একটি আদর্শ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ কামনা করে সেই সমাজে চোগলখোর ও গীবতকারীর কোন অস্তিত্ব নেই। চোগলখোরী এক বিরাট অপরাধ এর পরিণতি জাহান্নাম। কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ চোগলখোরী সম্পর্কে বলেন :

* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

"যারা লোকদের প্রতি বিদ্রুপ প্রদর্শন, চোগলখোরী করে বেড়ায়।" (সূরা: কলম- ১১)

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ নামীমাহ বা চোগলখোরী সম্পর্কে বলেন:

"চোগলখোরী কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।"

অতঃপর ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন:

ইবনু আব্বাস(রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "নাবী সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাদীনার কোন প্রাচীর বেষ্টিত বাগানে বের হলে সেখানে দুজন লোকের শব্দ শুনতে পেলেন। তাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদের এ শাস্তি বড় কোন কাজের জন্য নয়। তবে অপরাধের বিবেচনায় তা খুব মারাত্মক। দু'জনের একজন প্রস্রাব হতে পর্দা তথা সতর্ক থাকতো না এবং অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত।" (বুখারী ২য় খণ্ড ৮১৪. পৃষ্ঠা)

হাম্মাম হতে বর্ণিত; আমরা হুযাইফাহ রযিআল্লাহু আনহু-এর সাথে ছিলাম, তাকে বলা হলো, এক ব্যক্তি জনগণের কথা উসমান রযিআল্লাহু আনহু-এর কানে পৌঁছায়। হুযাইফাহ রযিআল্লাহু আনহু বললেন: আমি নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। "চোগলখোর জান্নাতে যেতে পারবে না।" (বুখারী ২য় খণ্ড ৮৯৫ পৃষ্ঠা)
বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় রয়েছে:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ متفق عليه

হুযাইফা (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নাম্মাম বা চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।" -বুখারী, মুসলিম

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَلَا أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ هِيَ النَّمِيمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ رواه مسلم

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাদের অবহিত করবো না- আযহ কি? তা হচ্ছে চোগলখোরী অর্থাৎ মানুষের মাঝে মিথ্যা কথা ও অপবাদ ছড়ানো। -মুসলিম, রিয়াযুস সলিহীন ১৫৩৮ নং হাদীস।

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشِرَارِكُمْ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ وَالْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ رواه أحمد

“আমি কি তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও দুষ্ট লোক সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করবো না? তারা হলো, চোগলখোর এবং বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টিকারী লোক।“ (মুসনাদে আহমাদ)

তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক অভিশপ্ত,যে চোগলখোরী করে বেড়ায়, ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং উত্তম লোকদের দোষ খুঁজে বেড়ায়। তবারানী মু'জামুল ওয়াসীত ও সগীর ইমাম বুখারী তার আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

আসমা বিনতু ইয়াযীদ(রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে অবহিত করবো না? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বললেন: আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যেকার নিকৃষ্ট লোকদের সম্পর্কে সংবাদ দিবো না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং ভাল লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়।

[বুখারী আদাবুল মুফরাদ, আল্লামা আল-বানী হাদীসটি হাসান বলেছেন, সহীহ আদাবুল মুফরাদ হাদীস নং ২৪৬/৩২৩ পৃষ্ঠা ৯৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : النِمِيمَةُ وَالشَّتِيْمَةُ وَالْحَمِيَّةُ فِي النَّار وفي لفظ :إِنَّ النَّمِيمَةَ وَالْحِقْدَ فِي النَّارِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ رواه الطبراني *

ইবনু উমার রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "চোগলখোরী গালিগালাজ ও আভিজাত্যের দম্ভ (যারা এসব কাজে লিপ্ত তারা) জাহান্নামে যাবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) চোগলখুরী করতে নিষেধ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি গীবত বলা ও গীবত শোনা থেকেও লোকদের নিষেধ করেছেন। (বুখারী)

অপর বর্ণনায় আছে, "চোগলখোরী ও হিংসা জাহান্নামের উপযোগী এবং এদুটো কোন মুসলিমের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না।" [তবারানী, আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ৩য় খণ্ড ১৪৮০ নং হাদীস]

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ :«أَلَا إِنَّ الْكِذَّبَ يُسَوَّدُ الْوَجْهَ، وَالنَّمِيمَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» *

আবূ বুরযাহ(রা:)হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সাবধান! মিথ্যা কথা মানুষের মুখকে কালিমা লিপ্ত করে আর চোগলখোরী কবর আযাবের কারণ হয়ে যাবে।" [আবূ ইয়ালা, তাবারানী, ইবনু হিব্বান, বাইহাকী, আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব ৩য় খণ্ড ১৪৮১]

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোচনায় বুঝা গেল চোগলখোরী এক জঘণ্য অপরাধ এবং এর পরিণতি জাহান্নাম। বিধায় সকল মু'মিন' মুসলিমদেরকে এ অপরাধ হতে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন।

ব্যতিক্রম - যে সমস্ত কারণে গীবত করা বৈধ হয়

কুরআন-হাদীসের অসংখ্য দলীল প্রমাণ থাকায় গীবত মূলত হারাম। তবে ইমাম নববী (রাহ) সহ অনেক উলামায়ে কেরাম ছয়টি বিষয়ে গীবতের অনুমোদন দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন মুসলিহত ও হেকমত থাকর ধরুণই উলামায়ে কেরাম মূলত এ অনুমতি দিয়ে

থাকেন। শরীয়য়ত অনুমোদিত কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই রুখসত প্রদান করা হচ্ছে, কেননা গীবত ব্যতীত এই উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া প্রায়-ই অসম্ভব।

জালিমের জুলুম থেকে বাঁচতে বিচারকের নিকট জালিমের বিরুদ্ধে নালিশ/গিবত করা বৈধ। যেমন মজলুম ব্যক্তি বিচারকের নিকট গিয়ে বলল, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জুলুম-নির্যাতন করেছে এবং আমার সাথে সে এমন এমন ব্যবহার করেছে। আমার অমুক অমুক জিনিষ সে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

মন্দকে পরিবর্তন করতে এবং গোনাহগারকে নেকির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে কারো গীবত করা। যেমন এমন কারো কাছে গিয়ে গিবত করা, যে ব্যক্তি ঐ মন্দকাজ সম্পাদনকারীকে ধমক দিতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। শর্ত এই যে, মন্দকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যই থাকতে হবে।উদ্দেশ্য যদি অন্য কিছু হয় তখন কিন্তু গীবত করা জায়েয হবে না বরং হারাম হবে।

ফাতাওয়া চাওয়ার সময় কারো গিবত করা। এভাবে যে, কেউ কোনো মুফতী সাহেবের নিকট গিয়ে বলল, আমার উপর আমার বাবা,ভাই জুলুম-নির্যাতন করতেছে।আমার উপর তাদের এমন জুলুম করার কি কোনো অধিকার আছে? এখন কিভাবে আমি তাদের জুলুম-নির্যাতন থেকে নাজাত পেতে পারি এবং নিজের অধিকারকে আদায় করে নিতে পারি? ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রয়োজনের খাতিরে এমনটা জায়েয। তবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হলো, নাম ঠিকানা নির্দিষ্ট না করে এভাবে বলা যে,এক ব্যক্তি অন্যজনের সাথে এমন আচরণ করছে কিংবা একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে এমন এমন আচরণ করছে। তখন কাউকে নির্দিষ্ট করে পরিচয় প্রদান ব্যতীত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট করে কারো পরিচয় প্রদান করাও জায়েয আছে। যেমন হাদীসে বর্ণিত রয়েছে,হযরত হিনদাহ রাযি রাসূলুল্লাহ সাঃ এর কাছে গিয়ে নিজ স্বামী আবু সুফিয়ান রাযি এর নামে নালিশ করে বললেন,যে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাঃ! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপন লোক। রাসূলুল্লাহ সাঃ তখন তার এমন নাম উল্লেখ-কে বাধা প্রদান করেননি।

মুসলমানকে কারো মন্দ থেকে বাঁচাতে গিবত করা। এটা পাঁচ ভাবে হতে পারে।যথাঃ-

- হাদীসের রাবীদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা।এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এমনকি শরীয়তকে বাঁচানোর জন্য এটা ওয়াজিব পর্যায়ের।

- বিয়ে-শাদীতে কোনো এক পক্ষের খোঁজ নিতে গিয়ে মাশওয়ারার সময় কারো সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেয়া।
- ক্রেতাকে অজ্ঞাতবশত কোনো দোষণীয় জিনিষ ক্রয় করতে দেখলে, তখন তাকে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া।বিক্রেতাকে কষ্ট দেয়া বা ফাসাদ সৃষ্টি করার মনোভাব থাকলে তখন জায়েয হবে না।
- যদি কেউ দেখে যে একজন ফকিহ কোনো এক ফাসিক বা বিদাতি লোকের নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছে,তাহলে নসিহতের উদ্দেশ্যে ঐ ফকিহকে বাস্তব হাল সম্পর্কে জ্ঞাত করা উচিত।
- যদি কোনো ব্যক্তির উপর কারো অভিভাবকত্ব থাকে,কিন্তু সে কোনো কারণে ঐ ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব বাস্তবায়ন করে ওকে শাসন করতে পারে না, এমতাবস্থায় সে তার অভিভাবক (অর্থাৎ ঐ অভিভাবকের অভিভাবক) এর নিকট প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারবে।

প্রকাশ্যে গোনাহ কারী বা বিদআতে অংশগ্রহণ কারীর গীবত করা। সুতরাং সে যা প্রকাশ্যে করবে সেটার গীবত করা জায়েয। তবে এছাড়া তার অন্যান্য দোষ নিয়ে আলোচনা করা জায়েয হবে না।

পরিচয় দিতে গিয়ে গিবত হয়ে যাওয়া।যেমন যদি কেউ কোনো লক্বব দ্বারা প্রসিদ্ধ থাকে, যেমন আ'মশ, আ'রাজ, আযরাক্ব, ক্বাসির, আ'মা আক্বতা' ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা কারো পরিচয় প্রদান জায়েয রয়েছে। কিন্তু কাউকে ছোট করার জন্য তার এ সমস্ত লক্বব ব্যবহার করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ যদি এগুলো ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ঐ ব্যক্তির পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো সুযোগ থাকে, তাহলে সেটা দ্বারাই পরিচয় করিয়ে দেয়া উত্তম হবে। (আল-মাওসু'আতুল ফেকহিয়্যাহ-৩১/৩৩৫)

গীবত চর্চা মূল কারণ

আমল বিনষ্টকারী নেকী ভক্ষণকারী গীবত হতে বাঁচতে হলে যে কারণে গীবত সংঘটিত হয় তা নির্ণয় করে পরিহার করতে হবে। বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে, তার মধ্যে কিছু কারণ নিচে বর্ণিত করা হল।

ক্রোধ/ হিংসা

ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একে অপরের দোষচর্চা করা। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরণিন্দার অন্যতম কারণ।
নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :لَيْسَ
* الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

আবূ হুরাইরা(রা:)হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রকৃত বলবান ও বীরপুরুষ সে নয়, যে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে দেয়। প্রকৃত বীরপুরুষ হলো সেই ব্যক্তি, সে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে পারে (ক্রোধ দমন করতে পারে)। [বুখারী হাদীস নং ৫৬৭৪]
আবূ হুরাইরা(রা:)হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: একদনি একলোক নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলো, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি বার বারই নসীহত করার জন্য (নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরয করতে লাগলো। নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও প্রত্যেকবারই বলতে থাকেন, রাগান্বিত হয়ো না। -[বুখারী হাদীস নং ৫৬৭৬]

অন্যের দেখাদেখি গীবত

মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।
বিবাহিত বোনেরা অনেক সময় নিজের স্বামীর দোষ নিজের মা,বোন,ভাবী কাউকে বলতে যাবেননা। স্বামীর অবর্তমানে তার নামে কথা লাগানো এক প্রকার গীবত। এইটাও আমরা অন্যের দেখাদেখি নিজের স্বামীর নামেই অন্যজনের কাছে গীবত করা শুরু করি। তাই আমাদের জবানকে সতর্ক করা উচিত। চলুন মনে যতো কষ্ট সব আল্লাহকে বলি আমরা।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।“ [সূরা ফুরকান আয়াত ৭৪]

এই দুআটা বেশী বেশী করবেন। আল্লাহ আপনার সঙ্গীকে আপনার মনের মতন করে তুলবেন ইনশাআল্লাহ।

ধারণা করা থেকে গীবত

অহেতুক চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

আবূ হুরাইরা(রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না; পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধানে লেগে যেয়ো না। পরস্পর হিংসা পোষণ করো না; যোগাযোগ বন্ধ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো, যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি এখানে। এই বলে তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করলেন। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক মুসলমানের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দৃষ্টি দিবেন না। বরং দৃষ্টি দিবেন তোমাদের অন্তর ও 'আমালের প্রতি আর এক বর্ণনায় আছে, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ছিদ্রান্বেষণ করো না, দোষ অনুসন্ধান করো না, অন্যের উপর দিয়ে দর কষাকষি করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই সম্পর্ক গড়ে তোল। অপর বর্ণনায় আছে, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, খোঁজ-খবর নেয়া বন্ধ করো না, হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করো। একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দিয়ে অপরজন যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে। [মুসলিম, রিয়াযুস সলেহীন ১৫৭০ নং হাদীস]

নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য গীবত

কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।
মুয়াবিয়াহ(রা:) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি তুমি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধানে লেগে যাও, তবে তুমি তাদেরকে কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলবে। অথবা তাদেরকে ফ্যাসাদে জড়িয়ে ফেলার- উপক্রম করবে। [হাদীসটি সহীহ; আবূ দাউদ]

অহংকারের কারণে গীবত:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:
অর্থাৎ- “তুমি পৃথিবীতে অহঙ্কার করে চলো না। নিশ্চয়ই তুমি জমিনকে ধ্বংস করতে পারবে না এবং পাহাড়ের উচ্চতায়ও পৌঁছতে পারবে না।" (সূরা: বানী ইসরাঈল-৩৭।)
ইবনু মাসউদ রযিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যার অন্তরে সরিষার সমপরিমাণ ঈমান আছে, সে জাহান্নামে যাবে না। আর যার অন্তরে সরিষা সমপরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে যাবে না। (মুসলিম, মিশকাত হাদীস নং ৫১০৮)

অপর এক হাদীসে এসেছে, রসূল (সা:) বলেন,

يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُوْنَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِيْنَةَ الْخَبَالِ.

“ক্বিয়ামত দিবসে অহংকারীদেরকে ছোট্ট পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা ছেয়ে ফেলবে। তাদেরকে জাহান্নামের "বুলাস” নামক একটি জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আগুন

তাদেরকে গ্রাস করবে, জাহান্নামবাসীদের গলিত রক্ত ও পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে।"

অহঙ্কার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের হীন ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন, কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নেই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সেই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

আবার অনেক সময় নিজের রূপ সৌন্দর্য, গঠন আকৃতি ইত্যাদির জন্য অহংকার প্রকাশ করা এবং এ সব বিষয়ে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা- এ থেকেও অনেক সময় গীবত হয়ে থাকে।

নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার প্রকাশ করা, অধিক এবাদতের কারণে নিজেকে পূত পবিত্র পুণ্যশীল এবং মোত্তাকী বলে ভাবা, যারা এবাদত করে না, অথবা কম করে, তাদেরকে জাহান্নামী ভাবা, এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গীবত করা, যেমন এরূপ বলা- অমুক লোক এবাদত করে না, খুবই খারাপ কাজ করে, অমুক লোক খুবই খারাপ, কেননা সে খুবই ঈর্ষাপরায়ণ, অমুক লোক বড় পাপাচারী, কেননা সে দাম্ভিক অহংকারী, অমুক লোক জাহান্নামের যোগ্য, কেননা খুবই গোনাহগার, অমুক লোক যদিও বিচারক কিন্তু খুবই জালেম- উল্লিখিত সবই গীবত এবং এসব গীবতের কারণ হল গর্ব অহংকার।

হাসি তামাসার ছলে গীবত

হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। অথচ ইবনু আব্বাস রযিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত; নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করবে না। তার সাথে বিদ্রুপ করবে না এবং তাকে কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা খেলাফ (ভঙ্গ) করবে না। –তিরমিযী, আনওয়ারুল হাদীস নং ৫৮৮। অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

হাসিঠাট্টাজনিত কারণে যে মানুষের গীবত করে, তার জানা আবশ্যক, দুনিয়ায় যে অন্যকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, কেয়ামতে সে হাসিঠাট্টার পাত্র হবে। মানুষকে হাসানোর

জন্য যদি কেউ দুনিয়ায় অন্যকে ঠাট্টা মস্করা করে, তা হলে আজকে যাকে ঠাট্টা মস্করা করা হচ্ছে, কেয়ামতের দিন সাধারণ সমাবেশে তাকে ঠাট্টা মস্করা করা হবে।

মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণে গীবত

কেউ কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলে তার গীবত করে, তার সম্পর্কে অভিযোগ অনুযোগ করে এবং তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে।

জেনে রাখা আবশ্যক, কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ এবং তার গীবত করা নিষিদ্ধ। অকারণে কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ একেবারেই নির্বুদ্ধিতা এবং আহমকীর পরিচায়ক। কেননা, প্রকৃত ব্যাপার অজ্ঞাত। যে বিষয়ে আমরা মন্দ ধারণা পোষণ করে চলেছি, হয়ত তা সে মুসলমানের মাঝে নেই।

• রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

-"পোষিত ধারণা কখনও সত্য এবং কখনও বিভ্রান্তিকর হয়। সুতরাং নিছকধারণার উপর নির্ভর করা অনুচিত।" -(তাফসীর দোররে মনসূর)

আমরা অপরকে অবজ্ঞা- ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা করে ফেলি। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরো যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শাইতন এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়। বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ। [গীবতের তাৎপর্য ও তার বিধান আল্লামা মওদুদী ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা]

কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার

দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুণ রাগ বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে রাগ বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

গীবতের পরিণাম

শরীআতে যে গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো: যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার পাপাচারের দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সে নির্লজ্জও নয়, তার গীবত করা এবং এর দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য, কোন দীনি ফায়দা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। নামোল্লেখ না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, যে নির্লজ্জ, যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত এবং তার দ্বারা অপরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এদের গীবত করাও বৈধ।

গীবত চূড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। গীবত হারাম, তা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে, গীবত করা বৈধ তবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فكَرِهْتُمُوهُ .

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে" [সূরা হুজুরাত: ১২]

কোন একটি ব্যাপারে দুই ব্যক্তি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও সালমান ফারসী (রা)-র গীবত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের উভয়ের দাঁতে আমি গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা

বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ সারা দিন আমরা গোশত খাইনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আজ উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছ। কারণ তোমরা তাদের গীবত করেছ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :
"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক" (ইবনে আবিদ দুনয়ার সীরাতে আহমাদিয়া)।

. الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنْ تَلْثِينَ زِنَةٍ فِي الْإِسْلَامِ

'ইসলামে গীবত তিরিশ বার যেনার চেয়েও মারাত্মক' (আইনুল ইলম)।
যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।
এক কালের বিলাসপ্রিয় সামন্তরাজ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) কিছু সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেন। তারা আহার করতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বললেন, আগেকার লোকেরা প্রথমে মুখে রুটি ভরতো, অতঃপর গোশত খেত। আর একালে আমি দেখছি তোমরা প্রথমে মুখে মানুষের গোশত ভরছো, অতঃপর রুটি খাচ্ছ (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।
ইবনুল মুবারক (র)-এর নিকট এক যুবক উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এমন
এক মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি যা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বলো তুমি কি গুনাহ করেছ? যুবক বললো, আমি যেনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক(র)বললেন, আলহামদুলিল্লাহ? যাক তুমি গীবত করোনি। কারণ গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।
কাব ইবনে আহবার (রা) বলেন, আমি আগেকার নবীগণের কিতাবে গীবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পড়েছি: "গীবত এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যে ব্যক্তি বরাবার তার চর্চা করে এবং তা থেকে তওবা করে না সে সর্বপ্রথম দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত

করে তওবা করেছে সে বেহেশতে যাবে কিন্তু সবশেষে" (ইমাম গাযালীর কীমিয়ায়ে সাআদাত)।

অতএব যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। উমার ফারূক (রা) বলেন, 'তুমি গীবত পরিহার করো এবং মানুষের বদনাম করো না, কারণ তা রোগবিশেষ (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে এবং এভাবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে (তারগীব তারহীব)। কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যেভাবে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে তদ্রূপ গীবত করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং নিজেকে যেন দোযখে নিক্ষেপ না করে (জালালাইন-এর টীকায়)।

ইমাম যয়নুল আবিদীন (র) বলেন, 'গীবত হলো সেইসব লোকের তরকারি যারা কুকুর' (কীমিয়ায়ে সাআদাত)। ইমাম সাহেব গীবতকারীদের কুকুরের সাথে এজন্য তুলনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে গীবতকে মৃতের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গীবত থেকে রক্ষার উপায়

গীবত থেকে বেঁচে থাকার কিছু পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করতে পারি। নিম্নে তা দেয়া হলো।

জবানের নিয়ন্ত্রন

মানুষের ভাল-মন্দ নির্ভরশীল তার যবানের উপর। সে যদি নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে, তবে তা তার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর হবে। সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-কাটাকাটি ও বিশৃংখলার মূল হচ্ছে এ যবান। আবার সকল প্রকার বন্ধুত্ব ও সহনশীলতার মূলও হচ্ছে যবান।

যারা মুমিন তারা বুঝে-শুনে পরিণতির কথা চিন্তা করে কথা বলবে। কারণ মহাবিচারের দিন মানুষের প্রতিটি কথা ও কাজের হিসাব নেয়া হবে।

আর মানুষের কথা রেকর্ড করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা সংরক্ষণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরা কাফ- ১৭,১৮)

যবান মানুষের জন্য এমন একটি হাতিয়ার যা তলোওয়ার থেকেও ধারালো। তলোওয়ার দ্বারা আঘাত করলে যতখানি ক্ষতি হয়, কথার দ্বারা আঘাত করলে তার চেয়েও হাজারগুণ বেশি ক্ষতি হয়।

তাই আমাদের রাসূল(সা:) সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন- "মুসলিম সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" (মুসলিম হা: ১৭১)

আবু হুরায়রা(রা:) বলেন, রাসূল বলেছেন-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

"বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে এর গুরুত্ব জানে না, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে বান্দা কোন কোন সময় এমন কথাও বলে যাতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে, অথচ সে তার অনিষ্টতা সম্পর্কে জানে না। কিন্তু ঐ কথার কারণেই সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(বুখারী হা: ৪৬৭৮)

সকল অঙ্গের মধ্যে জিহ্বা সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর ।সুফিয়ান হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয়ের কথা বলুন যার উপর আমি আমল করব । তিনি বললেন, তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর এর উপর অটল থাক। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কোন জিনিসের ভয় করেন? তখন রাসূল তার জিহ্বা ধরে বললেন, এটা। (তিরমিযী হা: ২৪১০)

তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, কেবল সেসব কথা বলা যেসব কথার মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে। যদি কোন কথার মধ্যে উপকারিতা না থাকে তবে উত্তম হল সে কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কারণ অনেক সময় জায়েয কথার মধ্য দিয়ে হারামের মধ্যে লিপ্ত হতে হয়। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে। যবান ব্যবহারের উত্তম ক্ষেত্রসমূহ নিচে দেয়া হলো:

শিক্ষামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে।

পরস্পর ইলম চর্চা করার ক্ষেত্রে।
অপরকে ইলম শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে।
পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া মীমাংসা করার ক্ষেত্রে।
সৎ কাজের আদেশ দেয়ার ক্ষেত্রে।
অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে।
কাউকে উত্তম পরামর্শ দেয়ার ক্ষেত্রে।
মানুষকে সঠিক পথের দিক নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে।
আমাদের উচিত সর্বক্ষেত্রে কথা বলার সময় যবানকে হেফাযত করতে হবে।

রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখা

সর্বাবস্থায় রাগ ও ক্রোধকে সংযত রাখতে হবে। কেননা মানুষ যখন কারো প্রতি রাগান্বিত হয়, তখন অন্য মানুষ সম্পর্কে এমন সব কথা বলে থাকে যার অধিকাংশই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

নবীজি (সা.) একবার সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা অধিক শক্তিশালী মনে করো?' তাঁরা উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি কুস্তিতে অন্যকে হারিয়ে দিতে পারে।' নবী করিম (সা.) বললেন, 'সে প্রকৃত বীর নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সে-ই প্রকৃত বীর যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।' (বুখারি: ৫৬৮৪)

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকা

হিংসা-বিদ্বেষ থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই মানুষ একে অপরকে ঘৃণার চোখে দেখে। আর যখন একে অপরের সাথে খারাপ মনোভাব তৈরি হয়, তখনই মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। অতএব আমাদের উচিত গীবতকে পরিহার করার জন্য হিংসা-বিদ্বেষ থেকে নিজেকে দূরে রাখা।

অহংকার থেকে বিরত থাকা

অহংকার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কেননা আগুন যেমনিভাবে কাঠকে খেয়ে ফেলে ঠিক তেমনিভাবে অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অহংকারের কারণে মানুষ অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং গীবতে জড়িয়ে পড়ে।

কথা কম বলা ও চিন্তা-গবেষণা বেশি করা

কথা কম বলে চিন্তা-গবেষণা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং অতিরিক্ত হাসি-তামাশা থেকে দূরে থেকে রাসূলের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। সেমাক (রা:)বলেন, আমি জাবির বিন সামুরা (রা:)কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূল ﷺ এর মজলিসে উপস্থিত থাকতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তারপর বললেন, রাসূল দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন, অল্প হাসতেন, তাঁর সাথীরা কবিতা এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ে আলোচনাকালীন সময়ে তিনি হাসতেন, তবে মুচকি হাসতেন। (সুনানুলকুবরা লিল বায়হাকী হা : ২১৬৪৮) সুতরাং যারা রাসূলের উম্মত এবং রাসূলকে ভালবাসে ও তাকে অনুসরণ করে তাদের উচিত ভাল কথা বলা, অন্যথায় চুপ থাকা।

কুরআনের সাথে সময় ব্যয় করা

বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে। প্রতিদিন বুঝে বুঝে কুরআন পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং যতটুকু সম্ভব মুখস্থ করার চেষ্টা করতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর হতে বর্ণিত, রাসূল বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পড় যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে পড়তে। তোমার স্থান শেষ আয়াত পর্যন্ত হবে, যা তুমি পড়েছিলে। যখনই কুরআন শুনতে পাওয়া যাবে তখনই কথা না বলে তা শ্রবণ করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে করে তোমাদের উপর করুণা বর্ষিত হয়।“ (সূরা আরাফ- ২০৪)

যাচাই বাছাই করে কথা বলা

আমাদের নিকট শুনা বা লিখিতভাবে যেসব খবর পৌঁছে থাকে তা যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে বৈধ পন্থায় অপরের কাছে বলার এবং পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। কেননা এতে মিথ্যা কথা হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবু হুরায়রা হতে বর্ণিত, রাসূল বলেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"কোন ব্যক্তির মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা-ই প্রচার করে।" (মুসলিম হা: ৭)

গীবত সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা

কুরআন-হাদীস ও ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ করতে হবে, যাতে করে কোনটা গীবত আর কোনটা গীবত না তা যথাযথভাবে নির্ণয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় মনে জাগ্রত করে গীবতের মত বড় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যায়।

আত্মপ্রশংসা থেকে বিরত থাকা

আত্মপ্রশংসা না করে নিজের অসংখ্য ভুলের বা গুনাহের কথা স্মরণ করে বার বার তাওবা করতে হবে।

অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা

কারো কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঠাট্টা, উপহাস করা থেকে দূরে থাকতে হবে। বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারো সাথে হাসি-ঠাট্টা করতে গিয়েও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমি যে বিষয় নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছি তা গীবতের মধ্যে পড়ছে কি না। যদি তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং যারা এসব করছে তাদেরকেও তা থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে হবে। এভাবে নিজেকেও গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এবং নিজের কর্ণকেও গীবত থেকে বিরত রাখা যাবে। এ রকম চলতে থাকলে একসময় গীবত বা দোষচর্চা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ইন্‌শাআল্লাহ!

তাকওয়া

সর্বাবস্থায় মনের মধ্যে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি শক্তিশালী করতে হবে। কেননা একমাত্র এ তাকওয়াই মানুষকে সর্ব প্রকার নাফরমানী ও গোনাহের কাজ থেকে রক্ষা করতে পারে। মানুষ যখনই কোন পাপ কিংবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করতে যায়, তখনই যদি অন্তরে আল্লাহভীতির প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে তাহলেই সে ঐ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। যেমন: জনৈক ব্যক্তি তার চাচাতো বোনের সাথে যেনার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্নের পর যখন ঐ মহিলা বলল, ভাই! তুমি আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্বের বন্ধন ছিন্ন করো না। তখন তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই ঐ জঘন্য অপকর্ম থেকে বিরত হয়েছিলেন; শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া আর কোন ভয় তার সামনে ছিল না।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং পূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"তুমি যেখানেই থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে আর গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে গেলে সাথে সাথেই নেকির কাজ করবে যেন ঐ গোনাহ্ মোচন হয়ে যায়। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।”

সৎ সঙ্গী গ্রহণ

ভাল-মন্দ পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীর প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই তো বলা হয় 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। অতএব সঙ্গী যদি ভাল আচরণের হয় তাহলে সে গীবতের মত জঘন্য পাপ ও এর ভয়াবহ পরিণতি থেকে সঙ্গীকে অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করবে। এজন্যই রাসূল বলেন,

“সৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে (মিস্ক) আতর বহনকারীর ন্যায় আর অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হচ্ছে কামারশালার (হাফরের) ন্যায়। অতএব (মিস্ক) আতর বহনকারী হয়ত তোমাকে একটু আতর (লাগিয়ে) দিবে অথবা তুমি একটু খরিদ করে নেবে, তাও যদি না হয় তাহলে অন্ততঃ একটু সুগন্ধি লাভ করতে পারবে। আর কামারশালার অবস্থা হচ্ছে

এমন যে, তাতে তোমার কাপড় পুড়ে যাবে অথবা তুমি ঐ আগুন ও কয়লার দুর্গন্ধ পাবে।”

মরণের স্মরণ

মৃত্যুর ভীষণ ব্যথাদায়ক যন্ত্রণা ও কবরের ভয়াবহ আযাবের প্রতি ঈমান রেখে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপন চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা গীবতের কারণেও মৃত্যুর শাস্তি কঠিন হবে।

পরকালের পাথেয় সংগ্রহ

বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবসে আসল সম্বল হবে নিজের সৎ আমল। অতএব এই সম্বল যেন কোন খারাপ আমলের দ্বারা নষ্ট হয়ে না যায় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। আর সৎ আমল নষ্ট করার অন্যতম উপায় হচ্ছে গীবত।

সালাফে সালেহীনের বাণী ও আমল থেকে শিক্ষা গ্রহণ

এ মর্মে বহু দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রয়েছে, তন্মধ্যে মাত্র দু'একটি উল্লেখ করা হল-
যেমন- উমার ইবনুল খাত্তাব(রা:)বলেন, "তোমরা মানুষের সমালোচনা করা হতে সাবধান থাকবে। কেননা এটা হচ্ছে বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর বেশী বেশী আল্লাহর যিকির করবে। কেননা এটা হচ্ছে রোগ নিরাময়ক মহৌষধ।”
আলী ইবনুল হুসাইন(রা:)জনৈক ব্যক্তিকে গীবতে লিপ্ত দেখে বলেন, “গীবতের বিষয়ে তুমি সাবধান থাকবে। কেননা এই গীবত হচ্ছে মানবরূপী কুকুরের তরকারী (খাদ্য)। ”
আবু আছেম বলেন, “গীবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা আমি যখন জানতে পেরেছি তখন থেকে আর কখনই কারো গীবতে লিপ্ত হইনি” ।
অনুরূপভাবে মায়মুন ইবনে সিয়াহ্-এর অবস্থা দেখুন, "মায়মুন ইবনে সিয়াহ্ কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে অন্য কারো গীবত করারও সুযোগ কাউকে দিতেন না। তিনি গীবতকারীকে কঠিনভাবে প্রতিহত করতেন এবং বাধা না শুনলে উক্ত মজলিস ছেড়ে উঠে যেতেন।"

জনৈক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রাহেমাহুল্লাহ্)-কে বলেন, "আপনি আমার গীবত করেছেন, জবাবে তিনি বলেন, আপনার মর্যাদা আমার নিকট ঐভাবে পৌঁছেনি যে, আমি আমার নেকিতে আপনাকে অংশীদার করব?" অর্থাৎ গীবত করলে নিজের পুণ্য দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে অতএব নিজের নেকি অন্য কাউকে দিতে চাই না।

ইবনুল মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "আমি যদি কারো গীবতে লিপ্ত হতাম তাহলে আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কেননা তারা দু'জনই আমার নেকি পাওয়ার অধিক হকদার।"

গীবত থেকে বেঁচে থাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নাসিহা।

গীবতকে পরিত্যাগ করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা।

গীবত পরিত্যাগকে ভালোভাবে আকড়িয়ে ধরা।

হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া।

(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ مِن شرِّ سمعي، ومِن شرِّ بصَري، ومِن شرِّ لِساني، ومِن شرِّ قلبي ، ومن شرِّ مَنيِّي يَعني فرجَه)

অর্থ- "হে আল্লাহ আমি আমার কর্ণ, চক্ষু, জবান,ক্বলব,এবং লজ্জাস্থানের খারাবি থেকে পানাহ চাই।"

গীবতকারীকে বাধা দেয়ার ফযীলত

কোন গীবতকারীকে বাধা দিলেও আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে সাহায্য-সহযোগিতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। রাসূলুল্লাহ্ বলেন,

"যে ব্যক্তি কোন স্থানে কোন মুসলিমের মান-সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম নষ্ট করে অর্থাৎ সম্মান ক্ষুণ্ণ করে, আল্লাহ্ তাকে ঐ স্থানে বেইজ্জত ও অপমানিত করেন যেস্থানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া পছন্দ করে বা আশা করে। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের মান- সম্মান এবং ইজ্জত ও সম্ভ্রম রক্ষায় সাহায্য-সহযোগিতা করে বা সম্মান রক্ষা করে আল্লাহ্ তাকে সেই স্থানে সাহায্য-সহযোগিতা করেন যেখানে সে তার নিজের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার আশা করে।"

অপর এক হাদীসে এসেছে-

রাসূলে করীম (সা:) বলেন,

"যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে মুনাফিকের কুচক্র থেকে রক্ষা করে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিস্তা প্রেরণ করে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি দোষ-ত্রুটি বর্ণনার দ্বারা কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জাহান্নামের উপর কঠিন পুলসিরাতে আটকে রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হতে না পারবে।"

সাহাবায়ে কেরামের রীতি

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামেদ গাযালী (রঃ) বলেন-

- সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি ছিল, তাঁরা কারো সাথে মিলিত হতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মিলিত হতেন। কারো অনুপস্থিতিতে তার গীবত করতেন না। এমন করতেন না যে, কারো সম্মুখে প্রশংসা এবং পেছনে দুর্নাম করবেন। এটা তাঁরা উত্তম আমল মনে করতেন।

যারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর রীতি অনুসরণ করে চলবে তারা জান্নাতে। আর যারা তাঁদের রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার দুর্গন্ধময় ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। তিনি এরশাদ করলেন, এ দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণ, মোনাফেকরা কোন মুসলমানের গীবত করেছে।

- (খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

সাহাবী হযরত সোলায়মান বিন জাবের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে কিছু হিতোপদেশ দান করুন। তিনি এরশাদ

" যদি কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত কর তবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত কর। পশ্চাতে তার গীবত করো না- দোষ বর্ণনা করো না।"

- (এহইয়াউল উলূম)

কারো সাক্ষাতে তাকে খুশী রাখা এবং অনুপস্থিতিতে তার গীবত না করাই সচ্চরিত্র। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন -

" নিঃসন্দেহে আপনি উত্তম চরিত্রের উপর রয়েছেন।"

আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লিখিত রূপ প্রশংসা করার কারণ, তিনি সবার সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাত করতেন, যদিও সে কাফের হোক এবং পশ্চাতে তার গীবত করতেন না। বরং কারো দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার দোষ বর্ণনা করতেন। কিন্তু এমন লোকও সাক্ষাতে আসলে তিনি অত্যন্ত সম্ভাবে তার সাথে সাক্ষাত করতেন।

গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম

হযরত ওহায়ব মক্কী (রঃ) বলেন-
আমার নিকট গীবত পরিহার এবং দৃষ্টি নিম্নগামী রাখা সমগ্র দুনিয়া ও দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম। -(তাম্বীহুল গাফেলীন)
গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া এবং দুনিয়ার সব বস্তু হতে উত্তম হওয়ার কারণ, দুনিয়া অস্থায়ী ধ্বংসশীল, এর কোন স্থায়িত্ব নেই। আর আখেরাতে' দুনিয়ার কোন বস্তু মিলবে না; বরং দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীর কারণে মানুষ আখেরাতে শুধু দুঃখ অনুতাপ অনুশোচনাই লাভ করবে। পক্ষান্তরে গীবত পরিহারের সওয়াব আখেরাতে পাওয়া যাবে। আর আখেরাতে যে সওয়াব লাভ করবে সেই আনন্দিত উৎফুল্ল হবে। তাই হযরত ওহায়ব (রঃ) গীবত পরিহার সমগ্র দুনিয়া হতে উত্তম বলেছেন।

গীবতের কাফফারা

রসূল (সা:) এরশাদ করেন-
“গীবতের কাফ্ফফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে তার জন্য এস্তেগফার করা।”(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন - “গীবতের গোনাহ যেনা হতেও কঠোর।” সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা “কেন?" তিনি জবাবে এরশাদ করেন- “কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না।” -(তাফসীরে দোররে মনসূর)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

“কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় লওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় লওয়া হবে।”

“আল্লাহ তাআলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরীকে মারার আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অণুকণা থেকে লওয়া হবে।” (আহমদ--আততারগীব ওয়াততারহীব)

যার নামে গীবত করা হয়েছে উক্ত ব্যাক্তির কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে নিতে হবে।গীবত করলে বান্দার হক্ব নষ্ট হয়। আর কেউ বান্দার হক্ব নষ্ট করলে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না উক্ত বান্দা ক্ষমা করে দিচ্ছে। কিন্তু যদি হক্ব নষ্ট কারী ঐ বান্দা পরবর্তীতে খালিছ নিয়তে তাওবাহ করে ফেলে এবং আল্লাহর দয়া হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সে বান্দা কে খুশী করে দিবেন যার হক্ব দুনিয়াতে নষ্ট হয়েছিলো এবং আল্লাহ তা'আলা উক্ত বান্দাকে সেই হক্ব নষ্টের গোনাহ থেকে ক্ষমা করে দিবেন। তখন আর সেই বান্দা আল্লাহ কাছে বিচার দায়ের করবে না।

তাওবাহ কবুল হওয়ার শর্ত হলো, আল্লাহর হক্ব সম্ভলিত বিষয় হলে আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করে আহাজারি করা, মিনতি করা।

আর বান্দার হক্ব হলে, সেই হক্ব কে আদায় করে দেয়া বা তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। সেজন্য এর পিছনে সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করা। যদি নিজ সাধ্যমত আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও উক্ত বান্দার হক্বকে আদায় করা সম্ভব না হয়, বা ক্ষমা না পাওয়া যায়, তাবে আল্লাহর নিকট নিজ সেই চেষ্টার কথা তুলে ধরে সমাধান চাওয়া এবং ভবিষ্যতে কোনো বান্দার হক্ব নষ্ট না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

নিয়ত বিশুদ্ধ থাকলে অবশ্যই আল্লাহ তাওবাহকে কবুল করে নেবেন এবং উক্ত গোনাহ থেকে ক্ষমা করে দিবেন।

গীবতের মাধ্যমে কারো হক্ব নষ্ট করলে এভাবেও তার নিকটে গিয়ে ক্ষমা চাইতে পারেন যে, শরয়ী দিবস যেমন ঈদ, আশুরা,ইত্যাদিতে তার নিকট গিয়ে বলা ভাই/বোন!

আমরা এক সাথে চলাফেরা করেছি। ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান না থাকায় আমাদের চলাফেরায় একজন অন্যজনের কত হক্বই না নষ্ট করেছি। আপনি না করলেও আমি অবশ্যই করেছি। দয়া করে আজকের এই পবিত্র দিনে আমাকে যাবতীয় হক্ব নষ্ট করার গোনাহ থেকে ক্ষমা করে দিন। এভাবে ক্ষমা করিয়ে নিবেন। হ্যা ভবিষ্যতে আর

এরকম কাজ কখনো করবেন না। তবেই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

এক্ষেত্রে মাফ চাওয়া সম্ভবপর না হলে বা দুস্কর হলে সেক্ষেত্রে সে যার গীবত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে এবং এভাবে দোয়া করবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ."

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গীবতের কাফফারাহ্ হলো, গীবতকারী যার গীবত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করবে এবং এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো। (আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ৪৭৮,মেশকাত ৪৮৭৭)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এসেছেঃ

(إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ) গীবতের কাফফারার মধ্য হতে এটি একটি। অর্থাৎ যথাযথভাবে তাওবাহ্ করার পর গীবতের কাফফারার মধ্যে একটি হচ্ছে :

(أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَه) তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

(تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَه) এ কথা বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। (এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদি গীবতকারী দলবদ্ধ জামা'আত হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে)

হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা তখন হবে যখন গীবত তার নিকট না পৌঁছে। যদি গীবত তার কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে অবশ্যই তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি নিতে হবে এভাবে : তার নিকট গিয়ে উক্ত কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবে। যদি তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিজ্ঞা করবে যে, যখনই তাকে পাবে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইবে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তাহলেই তার ওপর থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি এ সমস্ত কাজ করতে অপারগ হয় গীবতকৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার কারণে বা তার অনুপস্থিতির কারণে সেক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তার অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করবে এবং প্রতিপক্ষকে নিজ দয়ায় যেন সন্তুষ্ট করে দেন সেই প্রার্থনা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, গীবতকারী আল্লাহর নিকট এতই ঘৃণিত যে, এই অপরাধের কারণে তার দুর্গন্ধে দুনিয়ার বাতাস কলুষিত হয়ে যায়, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَتْ رِيْحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيْحُ هَذِهِ رِيْحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ.

“জাবের বিন আবদুল্লাহ্(রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা নবী করীম(সা:)এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় হঠাৎ করে মৃত লাশের দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হল। তখন রাসূল বললেন, তোমরা কি জানো এটা কিসের দুর্গন্ধময় বাতাস? যারা মুমিনদের গীবতে লিপ্ত হয় এটা তাদের দুর্গন্ধময় বাতাস।"

নবিজি(সা:)বলেছেন,

জেনে রাখো, “শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, গোশতের টুকরোটি হল ক্বলব।”

আর আমরা অজ্ঞতার কারণে গীবত করার কারণে আমাদের কলবকে নষ্ট করে ফেলেছি। তাই গীবত থেকে সর্বদা নিজেকে দূরে রাখতে আমরা নিজের মধ্যে কিছু সুন্দর সুন্দর অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি। তা নিম্নে বর্ণিত হলো:

সকল কাজের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করি।

আল্লাহকে ভয় করি চলি।

দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায আদায় করি।

দিনে অন্তত একবার কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করি।

প্রতিদিন অন্তত একবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করা উচিত।

দুনিয়ার সুখ, শান্তি ও স্থায়িত্ব কতদিন সেটা উপলব্ধির চেষ্টা করা।

নিজের কৃতকর্মের পর্যালোচনা করা।

নিজের পাপ পূণ্যের পরিমাণের পার্থক্য নিয়ে ভাবা উচিত সবসময়

অপরাধের শাস্তি কী হতে পারে তা অনুধাবনের চেষ্টা করি।

নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সচেষ্ট হই।

ভালোদের সাথে নিজেকে তুলনা করি।
সাদা মনের আলোকিত মানুষ হওয়ার সদিচ্ছা লালন করি।
অন্যের সমালোচনা পরিহার করে আত্মসমালোচনা করি।
সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি এবং আলহামদুলিল্লাহ বলি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা দান করুন... আমিন।

সহায়ক গ্রন্থ

1. **গীবত** (জুন ২০১৪)
   লেখক:
   ইমাম গাযালী (র), সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র), সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)
   অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা
   প্রকাশক: আহসান পাবলিকেশন

2. **গীবত বা পরনিন্দা**
   লেখক: সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র:)
   অনুবাদ: মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক
   প্রকাশক: সোলেমানিয়া বুক হাউস

3. **গীবত ও তওবা - গীবতের ভয়াবহ পরিণতি, গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি** (জুন ২০১৯)
   লেখক: শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী
   সম্পাদনা: মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল
   প্রকাশক: ইমাম পাবলিকেশন লিমিটেড

4. **চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব** (জুলাই ২০১২)
   লেখক: খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান (রহ.)
   প্রকাশক: আত্-তাওহীদ প্রকাশনী

5. **গীবত - ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়** (নভেম্বর ২০১০)
   লেখক: মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক
   প্রকাশক: হক লাইব্রেরি

6. **গীবত** (মে ২০১২)

   লেখক: সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখভী (রঃ)

   প্রকাশক: প্রফেসর'স বুক কর্ণার

7. **আই ফতোয়া**

   লেখক/প্রকাশক: ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা